প্রথম আলো

তারিখ ... 13 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

দারিদ্র্য নিয়ে কাজ করে অর্থনীতিতে নোবেল

এ টি এম ইসহাক ●

স্কটিশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অ্যাঙ্গাস ডিটন এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আয়, দারিদ্র্য ও ভোগের মাত্রা নির্ণয়সহ মৌলিক অর্থনৈতিক মানদণ্ডগুলোর উন্নয়নের জন্য তিনি এ পুরস্কারে ভূষিত হন।

নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'অর্থনৈতিক নীতিমালার মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনতে ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে আমাদের প্রথম ব্যক্তিপর্যায়ের ভোগের প্রবণতাসমূহ অনুধাবন করতে হবে।...এ ধারণায় অন্য যে কারও চেয়ে অ্যাঙ্গাস ডিটনই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন।' নোবেল কমিটির মতে, 'ডিটনের কাজ তথা গবেষণা ব্যষ্টিক, সামষ্টিক ও উন্নয়ন অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।'

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের স্থায়ী সচিব গোরান কে হ্যানসন গতকাল সোমবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অ্যাঙ্গাস ডিটনের নাম ঘোষণা করেন।

৬৯ বছর বয়সী অ্যাঙ্গাস ডিটনের কাছে যখন স্টকহোম থেকে ফোন এসেছিল, তখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, 'আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি।'

ডিটন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। তিনি বলেন, 'আমার সাধারণ বার্তাটি হলো সবকিছুই ভালো হচ্ছে। তবে এখনো আরও অনেক ভালো কিছু করার আছে।'

পুরস্কারের সঙ্গে ডিটন নগদ ৮০ লাখ সুইডিশ ক্রোনার বা ৯ লাখ ৭৬ হাজার ডলার পাবেন, যা বাংলাদেশের ৭ কোটি ৮০ লাখ টাকার সমান।

ডিটন উন্নয়নশীল বিশ্বে দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ভুলভাবে নিরূপণ এবং ধনী ও গরিব দেশগুলোর স্বাস্থ্য খাত নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বিদেশি সাহায্যের কট্টর সমালোচক হিসেবেও সমধিক পরিচিত। ভারতের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ আছে।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য ডিটনের নাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্তকে চমৎকার ও অসাধারণ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ টাইলর কোয়েন। তিনি বলেন, 'ডিটন এমন এক অর্থনীতিবিদ, যিনি গরিব মানুষেরা নিজেদের জীবনমান ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে যে চেষ্টা করে, তা খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।'

অ্যাঙ্গাস ডিটন ১৯৪৯ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি এখন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র—দুই দেশেরই নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে তিনি বিশ্বখ্যাত ক্যামব্রিজ ও ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি লাভ করেন তিনি। তাঁর বাবা প্রথমে খনিশ্রমিক ও পরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৩ বছর বয়সে স্কলারশিপ বা বৃত্তি নিয়ে এডিনবার্গের মর্যাদাপূর্ণ ফেটিস কলেজে ভর্তি হয়ে বাবার স্বপ্ন পূরণ করেন। এ প্রসঙ্গে ডিটন ২০১১ সালে এক লেখায় বলেন, 'আমার বাবা শিক্ষার প্রতি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন।...তিনি চাইতেন যে আমি ভালোভাবে লেখাপড়া করে ফেটিস কলেজে ভর্তি হয়ে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করি, যদিও ওই কলেজের বার্ষিক ফি ছিল তাঁর বেতনের চেয়েও বেশি।'

ডিটনের সর্বশেষ বই *দ্য গ্রেট এসকেপ* বা 'মহামুক্তি' প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। এ বইয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমা সরকারগুলোর দেওয়া সাহায্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ভালো হওয়ার চেয়ে বেশি দুর্গতিই বয়ে আনে। তাঁর মতে, এ ধরনের বিদেশি সাহায্য গরিব মানুষের কাছে খুবই কম পরিমাণে ও কদাচিৎ পৌঁছায় এবং তা দেশে দেশে সরকারগুলোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। ডিটনের কাজ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে দারিদ্র্য এবং আয় ও ভোগের সম্পর্ক নির্ণয়ের পথ দেখিয়েছে।

যদি ধনী মানুষেরা বা ধনী দেশগুলো গরিব মানুষদের বা গরিব দেশগুলোকে সাহায্য করে, তাহলে বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূর হবে—এ ধারণা ভুল বলে ডিটন মনে করেন।

অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীদের ৮০ শতাংশই হলেন মার্কিন নাগরিক। এ পর্যন্ত একজন মাত্র নারী পুরস্কারটি পান। তিনি হলেন এলিনর অসত্রম। তিনি পুরস্কার পান ২০০৯ সালে।

সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৩০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস ও দ্য টেলিগ্রাফ।

অ্যাঙ্গাস ডিটন

অর্থনৈতিক নীতিমালার মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনতে ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে আমাদের প্রথম ব্যক্তিপর্যায়ের ভোগের প্রবণতাসমূহ অনুধাবন করতে হবে।...এ ধারণায় অন্য যে কারও চেয়ে অ্যাঙ্গাস ডিটনই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন